দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ··· 19 JUN 1997 ··· ···
পৃষ্ঠা ··৪·· কলাম ··৩······

বিদ্যালয়বিহীন গ্রাম

দেশের ৫ হাজার ৬৯৩টি গ্রামে এখন পর্যন্ত সরকারী বা বেসরকারী কোন প্রকার বিদ্যালয় গড়িয়া ওঠে নাই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়া পত্রিকান্তরে এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এত অধিক সংখ্যক গ্রামে বিদ্যালয় না থাকার এই সংবাদে সঙ্গত কারণেই ধারণা হয়, সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলির ব্যাপক সংখ্যক শিশু এখনও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর বাহিরে রহিয়াছে গিয়াছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই দশ বৎসরের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার লক্ষ্য ঘোষণা করেন। দশ বৎসরের এক বৎসর ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত। বাকি আছে নয় বৎসর। এই নয় বৎসরের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার লক্ষ্যকে খুব একটা উচ্চাভিলাষী বলা যাইবে না। সঠিক কর্মপন্থা এবং সনিষ্ঠ প্রয়াস চালাইয়া গেলে সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আগামী নয় বৎসরের মধ্যে দেশকে শুধু নিরক্ষরমুক্তই নয়, তাহা অপেক্ষা অধিক অর্জন সম্ভব। কিন্তু এব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, বিপুল সংখ্যক গ্রাম বিদ্যালয়বিহীন থাকিয়া গেলে এই লক্ষ্য অর্জন সুদূর পরাহত থাকিয়া যাইবে। কেননা দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে আশে-পাশের গ্রামে সন্তানকে লেখাপড়া করিতে পাঠানোর তাগিদ সকল গ্রামীণ অভিভাবকের নিকট হইতে আশা করা সংগত নয়, বাস্তবানুগও নয়। তাহাছাড়া এক গ্রামের ছেলে-মেয়ে অন্য গ্রামের বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করিতে গেলে নানা রকম জটিলতার আশংকা থাকে। এই সকল সমস্যা এড়াইবার জন্য প্রতিটি গ্রামেই প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকা আবশ্যক।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্র মতে, বিদ্যালয়বিহীন গ্রামগুলিতে বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের রহিয়াছে এবং আগামী অর্থ বৎসর হইতেই সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হইবে। সংবাদটি আশাব্যঞ্জক অবশ্যই। তবে আমরা মনে করি: এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বেই সরকারকে ঠিক করিতে হইবে নূতন বিদ্যালয়গুলির কত অংশ সরকারী উদ্যোগে আর কত অংশ বেসরকারী উদ্যোগে বাস্তবায়িত হইবে। বেসরকারী বা এনজিওগুলির উদ্যোগে স্কুল প্রতিষ্ঠার কিছু সুবিধা আছে। প্রথমতঃ এইসব স্কুল অল্পব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ বেসরকারী উদ্যোগে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার সহিত স্থানীয় জনগণের সংশ্লিষ্টতা থাকে অধিক এবং আন্তরিক। উপযুক্ত সরকারী আনুকূল্য পাইলে এই সকল বিদ্যালয়ের 'ভাল বিদ্যালয়' হিসাবে গড়িয়া উঠার সম্ভাবনা থাকে বেশী। অপরদিকে এনজিওগুলির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়সমূহ ব্যয়ের তুলনায় ফল দেয় অধিক। নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় সরকার এই বিষয়গুলি মাথায় রাখিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। সেই সাথে ইহাও প্রত্যাশিত যে, বিদ্যালয়হীন গ্রামগুলিতে নূতন বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা যেন কোনক্রমেই দীর্ঘসূত্রিতার জালে আবদ্ধ না হয়।

এ প্রসঙ্গে বর্তমানে দেশে শিক্ষার মানের যে অবনতি ঘটিয়াছে সে সম্পর্কে কিছু না বলিয়া পারা যায় না। শহরাঞ্চলে কিছু কিছু বিদ্যালয়ে শিক্ষার একটি ন্যূনতম মান রক্ষিত হইলেও বাকি বিদ্যালয়সমূহের অবস্থা খুবই খারাপ। শিক্ষার এই মান অবনতির একটি বড় কারণ শিক্ষকের মান অবনতি। প্রায়শঃ অভিযোগ পাওয়া যায় একশ্রেণীর শিক্ষক নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসেন না বা আসিলেও ঠিকমত পাঠদান করেন না। এই শ্রেণীর শিক্ষক বিদ্যালয়ে পাঠদান অপেক্ষা প্রাইভেট পড়াইতেই বেশী আগ্রহী। এই প্রবণতা সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যেই অধিক পরিদৃষ্ট। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে আরো বহুবিধ সমস্যা বিদ্যমান। যেমন ঃ বিদ্যালয় ভবনের জরাজীর্ণ অবস্থা বা কক্ষের অভাব, শিক্ষকের অভাব, শিক্ষা উপকরণের অভাব, আসবাবপত্রের অভাব ইত্যাদি। আরেকটি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন প্রতি বছরই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবকদের হইতে হয়। তাহা হইতেছে বছরের শুরুতে বিনামূল্যের বই প্রাপ্তির ভোগান্তি। প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করিয়া তোলার অর্থ যদি হয় নিছক অক্ষর জ্ঞান বা স্বাক্ষর করিবার ক্ষমতা অর্জন তাহা হইলে বলিবার কিছু নাই। কিন্তু দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করিবার অর্থ যদি হয় মনোজগতের উন্নতি বিধানের মত ন্যূনতম শিক্ষায় দেশের সকল মানুষকে শিক্ষিত করিয়া তোলা, তাহা হইলে দেশের সকল গ্রামে যেন বিদ্যালয় থাকে তাহার ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি উপরোক্ত সমস্যাগুলির সুরাহা করিতে হইবে যত শীঘ্র সম্ভব।